EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য
দক্ষিণ এশীয় নারী সংসদদের সম্মেলন: নারী বান্ধব শাসন ব্যবস্থার নেতৃত্বে নারী

ঢাকা
৮ই জুলাই, ২০১২

প্রতিদিন সকাল সাড়ে চারটায়, প্রতিদিন, সপ্তাহে সাত দিন, বছরে ৩৬৫ দিন।

গো-খামারের জীবন সহজ নয় -- আমাদের ৪০টি গাভীর দুধ প্রতিদিন দু'বার দোহাতে হতো -- প্রতিদিন, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া।

আমার মা, বাবা, ভাইয়েরা এবং আমি সবাই আমাদের বিছানা থেকে উঠে পড়তাম এবং প্রতিদিন দু'বার ক্লান্তিকর কাজ শুরু করতে আমাদের গোলাঘরের দিকে এগিয়ে যেতাম ..... মা গাভীগুলোকে খাওয়ানোর জন্য শুকনো খাবারের ভারী ঝুঁড়িগুলো টেনে তুলতেন এবং এরপর দুধ দোয়ানোর জন্য আমাদের সাথে যোগ দিতেন। এরপর দুধ দোয়ানো শেষ হলে আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হতাম। আমরা পুরুষেরা সবাই টেবিলে বসে মায়ের সকালের নাস্তা তৈরির জন্য অপেক্ষা করতাম। আমাদের খাওয়া শেষ হলে মা আরো বেশী কাজে জড়িয়ে পড়তেন। আর এসকল কাজের মধ্যে ছিল - বাসা পরিস্কার করা, কাপড় ইস্ত্রি করা, সকল প্রকার খাদ্য কিনে আনা, সকল প্রকার খাবার তৈরি করা ও থালাবাসন পরিস্কার করা, আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে দেখাশুনা করা, বাগান তৈরি করা, আমাদের বাসার লেখাপড়ায় সহায়তা করা, এটা নিশ্চিত করা যে আমরা ভাল শিক্ষা লাভ করছি ..... একটি খামার চালানো থেকে শুরু করে একটি পরিবারকে বড় করা ... এ সবই আমার মা করতেন .. রাত সাড়ে দশটা - ক্লান্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কখনই থামতেননা, শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবার শুরু করার জন্য, ... দিনের পর দিন ... সপ্তাহের পর সপ্তাহ .. বছরের পর বছর।

আমি মনে করি এই কক্ষের অনেক নারী সেই জীবনের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেন যা আমার মা কয়েক দশক পার করেছেন। আমার বিশ্বাস দক্ষিণ এশিয়ার লাখ লাখ নারী আমার মায়ের পরিশ্রান্তিকর প্রাত্যহিক সূচির সাথে মেলাতে পারেন। যেহেতু আমি খামারে বড় হয়েছি, আমি বুঝতে পারি যে আমার মা শুধু

আমাদের খামারের ভিত্তিই নন সেই সাথে আমাদের পরিবারের ভিত্তিও। আমার মনে আছে যে আমার প্রশ্ন জাগত কিভাবে আমার মা এই সকল কাজ করতেন এবং তার পরিবারকে ভালবাসতে এবং যত্ন করার ধৈর্য ও সময় পেতেন ।

পরবর্তী বছরগুলোতে যখন নেপালের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন পরিবারের সাথে বসবাস করছিলাম, মধ্য আফ্রিকার জায়ারে 'শান্তি কোরের' স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতাম, এবং ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং বেশকিছু আফ্রিকার দেশসমূহে কয়েক দশক কুটনীতিক হিসেবে কাজ করার সময় আমি এর উত্তর পেলাম। বছরের পর বছর আমার মায়ের অসম্ভব কাজগুলো করার সামর্থ্যের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজ - তিনি হলেন একজন নারী।

আমি দেখেছি দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নারীরা তাদের পরিবারের জন্য অসম্ভব কাজ করে .. আর তা বিরামহীনভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, দিনের পর দিন। আমার মায়ের মত এসব নারীরা তাদের পরিবারের ভিত্তি।

চার দশক ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস ও কাজ করে আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তরিক হলে তাকে নারীদের সাথে কাজ করতে হবে। শান্তি কোরের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মুরগী লালন-পালন ও ডিম উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা করতে গিয়ে আমি এ শিক্ষাটি কঠিনভাবে শিখেছি । এখন আমি জানি, এখন আমি বুঝতে পরি যে নারীরাই হচ্ছে প্রধান, পরিবারের কল্যাণে, পরিবারের স্বাস্থ্য, পরিবারের পুষ্টি অথবা বাচ্চাদের শিক্ষা ... নারীরা প্রকৃতপক্ষেই প্রধান।

আর যেহেতু নারীরাই শক্তিশালী পরিবার গড়তে পারে, আমি বিশ্বাস করি যে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, সমৃদ্ধ, সবল এবং গণতান্ত্রিক জাতি গড়ার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই প্রধান।

এবং এখানেই আপনারা এ অঞ্চলের নারী সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিরা ভূমিকা রাখতে পারেন। দেশের উন্নয়নে নারীরা পূর্ণ অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা আপনাদের চেয়ে আর কে ভালো দিতে পারে ? আমার প্রশ্নের উত্তর আমিই দিচ্ছি: আর কেউই নয়, আপনারাই হচ্ছেন নারীদের সবচেয়ে ভালো কণ্ঠস্বর; আপনাদের সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে নারীরা দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারে, অবদান রাখতে পারে এবং এর থেকে লাভবান হতে পারে।

আজ আপনারা দেখলেন এই সম্মেলনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের নারী সংসদ সদস্যরা সম্পৃক্ত হতে পারছেন। আমি জানি আপনারা ইতমধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ততা জোরদার করতে বিভিন্ন ধারণা, ভালো উদাহরণ, যেসকল বিষয় কাজ করে এবং যেগুলো করে না সে সম্পর্কে মত বিনিময় করছেন; আমি জানি আপনারা

আপনাদের দেশের উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করার সবচেয়ে ভালো উপায়গুলোর মডেল এবং আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশীদার নিশ্চিত করতে সুশীল সমাজের সাথে কাজ করার উপায় নিয়ে মত বিনিময় করছেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, নারী এবং বিশেষ করে নারী সংসদ সদস্যগণ দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের সফলতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা আপনারাই সর্বোচচ স্থানে সম্পৃক্ত; আপনারা বোঝেন যে আপনাদের হাতে থাকা এ ব্যাপারটি সমাজের প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের সন্তানরা ধারণ করবে।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে আপনারা এ অঞ্চলের সকল সদস্যদের সাথে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের সফলতা নিশ্চিত করবে যে এই চার দিনের সম্মেলনের তথ্য বিনিময়, ধ্যান ধারণা এবং ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা সপ্তাহান্তে এই সম্মেলন সমাপ্তির পরও টিকে থাকবে।

আমি গর্বিত যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ আমাদের অংশীদার দ্যা এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে এই সম্মেলনে সহায়তা প্রদান করছে। এই সম্মেলনকে সফল করার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখার জন্য দ্যা বাংলাদেশ ন্যাশনাল এসেম্বলীকে ধন্যবাদও জানাচিছ।

সবশেষে, আপনাদের সর্বোচ্চ মঙ্গল কামনা করছি যাতে আপনাদের সমাজের অর্ধেক জনগণ নারীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করে আজকের শিশুদের জন্য সুন্দর আগামীর পথ বর করতে এ অঞ্চল থেকে আগত আপনাদের পরবর্তী কয়েকটি দিন সফল হোক।

ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০১২